ভোরের কাগজ

তারিখ ... JUL 5 1999 ...
পৃষ্ঠা ১ কলাম ২

শিশুশ্রম সংক্রান্ত সমঝোতা স্মারকের চতুর্থ বর্ষপূর্তি

তৈরি পোশাক শিল্পের শিশু শ্রমিকের শিক্ষাদানে মার্কিন সহায়তার আশ্বাস

কাগজ প্রতিবেদক : রপ্তানিমুখী তৈরি পোশাক শিল্পের শিশু শ্রমিকদের শিক্ষাদানে বিজিএমইএ, ইউনিসেফ ও আইএলওর পাশাপাশি মর্কিন সরকারও সহায়তা করবে। গতকাল রোববার বাংলাদেশের পোশাক শিল্পে শিশুশ্রম সংক্রান্ত সমঝোতা স্মারকের চতুর্থ বর্ষপূর্তি উপলক্ষে আয়োজিত এক অনুষ্ঠানে বক্তৃতাকালে মার্কিন রাষ্ট্রদূত জন সি হোলজম্যান এ আশ্বাস দেন।

পাবলিক লাইব্রেরি মিলনায়তনে আয়োজিত এ অনুষ্ঠানে বিজিএমইএ, ইউনিসেফ ও আইএলওর অর্থায়নে পরিচালিত ব্র্যাক ও জিএসএস-এর শিশু শ্রমিক স্কুলের ছাত্রছাত্রীরা অংশ নেয়।

বিজিএমইএ সভাপতি আনিসুর রহমান সিনহা, মার্কিন দূতাবাসের সেকেন্ড সেক্রেটারি প্যাট্রিক ফ্রিম্যান, আইএলও ঢাকা অফিসের পরিচালক এম এ হাসনেইন, বিজিএমইএ-আইএলও সমঝোতা স্মারক প্রকল্পের ব্যবস্থাপক রিজ ভ্যান হারলেম, ইউনিসেফ কর্মকর্তা স্যামকে লালুংপা ও এওয়াইএম ফজলুল হক, ব্র্যাকের পরিচালক তাজুল ইসলাম ও কানিজ ফাতেমা এবং সরকারের প্রাথমিক শিক্ষা বিভাগের মহাপরিচালক খন্দকার শহিদুল ইসলাম অনুষ্ঠানে বক্তব্য রাখেন।

মার্কিন রাষ্ট্রদূত বলেন, ১৯৯৫ সালে স্বাক্ষরিত সমঝোতা স্মারকের আওতায় শিশু শ্রমিকরা বর্তমানে যে শিক্ষা লাভ করেছে, তার কৃতিত্ব সম্পূর্ণভাবে এইসব শিশু শ্রমিক ও তাদের পরিবারবর্গের। তিনি বিজিএমইএ, আইএলও এবং ইউনিসেফকে অনুরোধ করেন, যাতে করে তারা ভবিষ্যতেও সমঝোতা স্মারকের আওতায় গৃহীত কার্যক্রম অব্যাহত রাখে।

তিনি বিশেষ করে বিজিএমইএকে দুটো বিষয় নিশ্চিত করার জন্য অনুরোধ জানান। এর একটি হলো পোশাক কারখানা থেকে শিশুশ্রম দূরীকরণের জন্য গৃহীত মনিটরিং কার্যক্রম অব্যাহত রাখা এবং অন্যটি উল্লেখিত কার্যক্রমের আওতায় যারা লেখাপড়া সমাপ্ত করেছে, তাদেরকে ভবিষ্যতেও লেখাপড়ার সুযোগ দেওয়া।

স্যামকে লালুংপা বলেন, স্বাক্ষরিত সমঝোতা স্মারকের আওতাধীন শিশু শ্রমিকরা আজ লেখাপড়া শিখে আত্মবিশ্বাসী হয়েছে। এদের মধ্যে ১০ শতাংশ আবার দক্ষতা বৃদ্ধির জন্য কারিগরি প্রশিক্ষণও গ্রহণ করেছে। তিনি বলেন, এইসব শিশু শ্রমিকদের মধ্যে অপার সম্ভাবনা রয়েছে। এই সম্ভাবনাকে অবশ্যই কাজে লাগাতে হবে।

এম এ হাসনেইন বলেন, সমঝোতা স্মারকের সঙ্গে সম্পৃক্ত করে দুটি প্রস্তাব আইএলও বিবেচনাধীনে রেখেছে। প্রথমত ১৪ বছর উত্তীর্ণ শিশু শ্রমিক যারা স্কুল কার্যক্রমের আওতায় লেখাপড়া সমাপ্ত করেছে, তাদের জন্য আরো পড়াশোনার পাশাপাশি কারিগরি শিক্ষাদানের ব্যবস্থা করা ও দ্বিতীয়ত তাদের নিজ নিজ পরিবারের বয়স্ক সদস্যদের ক্ষুদ্র ঋণ দানের ব্যবস্থা করা।

বিজিএমইএ সভাপতি আনিসুর রহমান সিনহা বলেন, বাংলাদেশের মতো দরিদ্র একটি দেশের পক্ষে শিশুশ্রম দূরীকরণ কোনো সহজ বিষয় নয়। দারিদ্র্যের কারণে উন্নয়নশীল দেশগুলোতে শিশু অধিকার প্রতিনিয়ত খর্ব হচ্ছে। তিনি বলেন যে, এ ব্যাপারে সবাইকে সোচ্চার হতে হবে।

বিজিএমইএ সভাপতি বলেন, পোশাক কারখানায় নিয়োজিত শ্রমিকদের কল্যাণের প্রতি বিজিএমইএর সদা সতর্ক দৃষ্টি রয়েছে। এ লক্ষ্যে বিজিএমইএ সম্প্রতি ইউএনএফপিএ-র সঙ্গে পরিবার কল্যাণ ও প্রজননমূলক স্বাস্থ্য শিক্ষা এবং ব্র্যাকের সঙ্গে পোশাক কারখানার শ্রমিকদের জন্য বাৎসরিক স্বাস্থ্য পরীক্ষা প্রকল্প হাতে নিয়েছে।